দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

22 report

ঢাবিতে অচলাবস্থা ।। শিক্ষকদের কর্মসূচি, ছাত্রদের আল্টিমেটাম

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে একের পর এক কর্মসূচিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে চলেছে। শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল বুধবার এক জরুরি সভায় ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে।

গতকাল অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির জরুরি সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, নির্বাচিত তিনদের মুক্তির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং তার পূর্ব পর্যন্ত সকল শিক্ষক ভর্তি সংক্রান্ত কাজ থেকে বিরত থাকবেন। গ্রেফতারকৃত ৪ শিক্ষকের ৩ জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি অনুষদের ডিন। আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। শিক্ষক সমিতির জরুরি সভায় আজ থেকে কলাভবনে কালো পতাকা উত্তোলনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া ২১ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে শিক্ষকরা প্রতীক অনশন পালন করবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে দাবি আদায় না হলে ২৩ জানুয়ারি বেলা ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বন্দি শিক্ষকদের পরিবার ও ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজের সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ছাত্র-শিক্ষকদের কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচিও অব্যাহত থাকবে। গ্রেফতারকৃত ৪ শিক্ষকের মধ্যে অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন কলা অনুষদের, অধ্যাপক (৪র্থ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবিতে অচলাবস্থা

(প্রথম পৃঃ পর)

আনোয়ার হোসেন জীব বিজ্ঞান অনুষদের এবং হারুন-অর-রশিদ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন। সকল মামলা প্রত্যাহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত খ ও ঘ ইউনিটের অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। বুধবার আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থিত নীল ও গোলাপী দলের আহ্বানে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সভাটিকে অগঠনতান্ত্রিক ঘোষণা করে সভায় বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদা দলের শিক্ষকরা অনুপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানায়, জরুরী সভায় শিক্ষকরা ছাত্র-শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণার পাশাপাশি আরও ৪ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে এক প্রেস ব্রিফিং-এ জানানো হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, সকল মামলা প্রত্যাহার ও ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত কালো ব্যাজ ধারণ, কলা ভবনের চূড়ায় কালো পতাকা উত্তোলন, ২১ জানুয়ারি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি পালন এবং এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে ২৩ জানুয়ারি একই স্থানে কারাবন্দি শিক্ষকদের পরিবার, ছাত্রদের অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে সংহতি সমাবেশ। প্রেস ব্রিফিংয়ে গৃহীত কর্মসূচি পাঠ করেন নীল দলের আহবায়ক অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ, এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক মুনতাসির মামুন, অধ্যাপক এটিএম নুরুর রহমান খান, অধ্যাপক এম এম আকাশ, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

অধ্যাপক সামাদ বলেন, বিবেকের তাড়নায় আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। সমিতির বর্তমান কমিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কর্মসূচি দেয়নি। তাই আমাদের শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে জরুরি সভা ডেকে কর্মসূচি গ্রহণ করছেন।

ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকরা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সম্মানজনকভাবে ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানানো সত্ত্বেও শিক্ষকরা কেন এ আন্দোলনে যাচ্ছে এ প্রশ্ন করলে শিক্ষকরা বলেন, সরকার এর আগে বার বার অস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছে। আমরা স্পষ্ট আশ্বাস চাই। আর আশ্বাসটি হচ্ছে সকল মামলা প্রত্যাহার করা ও ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া। কিন্তু মৌখিক আশ্বাস দেয়া হয়েছে। লিখিতভাবে সুস্পষ্ট আশ্বাস দেয়া হলে আমরা বিষয়টি বিবেচনা করতাম।

সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬২ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ১৪ জন শিক্ষক ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। শিক্ষকদের মতামতের প্রেক্ষিতে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ৫ জানুয়ারি সমিতির গঠনতন্ত্রের ধারা ৮-এর খ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১ জন শিক্ষক জরুরি সাধারণ সভা ডাকার জন্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক বরাবর চিঠি দেন। এ চিঠির প্রেক্ষিতে শিক্ষকরা জরুরি সভা আহ্বান করেছেন বলে জানান। এদিকে এক প্রেস বিবৃতিতে শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক তাহমেদা এসএ ইসলাম ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মামুন আহমেদ জরুরি সভাকে সমিতির গঠনতন্ত্র পরিপন্থি বলে উল্লেখ করেছেন।

আজ শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার আরো জানান, কারাবন্দি সকল ছাত্র-শিক্ষকের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির ইস্যুকে সামনে রেখে ছাত্র-শিক্ষকরা পৃথক প্লাটফর্মে আন্দোলন করছেন। আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে দাবি আদায় না হলে আন্দোলনকারীরা শনিবার থেকে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার ইঙ্গিত দিয়েছেন। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আজ 'ছাত্র বন্ধু'র ব্যানারে শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়াও নির্যাতনবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীর ব্যানারে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একটি প্লাটফর্ম থেকে মানববন্ধন রচনা করবে। একই সঙ্গে মৌন মিছিল, প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশ, কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

আন্দোলনের নবম দিন বুধবারও শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন, কালোব্যাজ ধারণ, মৌন মিছিল, মৌন অবস্থান, প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশ, স্বাক্ষর সংগ্রহসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত দু'ঘন্টা ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এ সময় নির্যাতনবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ভাস্কর্য দিয়ে প্রতীকী কারাগার নির্মাণ করে।